প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি

(Orientation)

পরিত্রাণ-তত্ত্বের পরিধি কতদূর? কোন কোন বিষয় এর অন্তর্গত?

পিতা ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহতা এবং তাঁর নিজের দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট আমাদের জন্য আমাদের পাপ এবং পাপের সর্বপ্রকার ফল থেকে পরিত্রাণ অর্জন করেছেন। খ্রীস্টের এই প্রায়শ্চিত্ত কাজের শুভফল পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে এবং জীবনে প্রয়োগ ঘটে। এইভাবে, ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে পরিত্রাণ কাজের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে পরিত্রাণ-তত্ত্ব বলা হয়। *soteria* এবং *logos* এই দুই শব্দের মিলনে *Soteriology* শব্দটি এসেছে, যার অর্থ **'পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় মতবাদ'**।

কিন্তু এই অর্থে সর্বদা 'পরিত্রাণ-তত্ত্বের' ব্যবহার হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, **চার্লস্ হজ** নামক সংস্কারপন্থী *(Reformed)* ঈশতত্ত্ববিদ আমাদের পরিত্রাণের বিষয় ঈশ্বরের পরিকল্পনা (পূর্ব মনোনয়ন), খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজ, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা বিশ্বাসীর জীবনে সেই কাজের প্রয়োগকে **পরিত্রাণ-তত্ত্বের** অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার, **উইলিয়ম জি. টি. শেড** নামক সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্ববিদ খ্রীস্টের কাজ (ব্যক্তিত্ব ছাড়া) এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিত্রাণের প্রয়োগকে **পরিত্রাণ-তত্ত্বের** অর্ন্তভুক্ত করেছেন। বিশ্বাসীর জীবনে যীশু খ্রীস্টের কাজের শুভফলের প্রয়োগ পবিত্র আত্মার দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে, যদিও তা বিশ্বাসীর বিশ্বাসের দ্বারা ভোগার্থে গৃহীত হয়ে থাকে।

আমরা আমাদের এই পাঠক্রমে সাধারণ অর্থে **পরিত্রাণ-তত্ত্ব** বলতে যা বুঝায়, তাই শিখব; অর্থাৎ **"বিশ্বাসীদের জীবনে কেবল পরিত্রাণের আশীর্বাদ সমূহের প্রয়োগ, ঈশ্বরের আশীর্বাদের ছত্রছায়ায় তাদের প্রত্যাবর্তন, এবং খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার জীবনে প্রত্যাবর্তন,"** এই অর্থে আমরা পরিত্রাণ-তত্ত্ব শিখব।

এই পাঠক্রমে আমরা সংস্কারপন্থী *(Reformed)* বা ক্যালভিনবাদের *(Calvinistic)* দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিষয়ে বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষা লাভ করব। সংস্কারপন্থী পরিত্রাণ-তত্ত্ব *(Reformed Soteriology)* অন্যান্য প্রায় সমস্ত ইভ্যানজেলিক্যাল পরিত্রাণ-তত্ত্বের ন্যায় একই শিক্ষা দিয়ে থাকে, যদিও কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তা বিশেষ জোর দেয়। সেই সমস্ত বিষয়গুলি হল—

১। পাপ থেকে **কে পরিত্রাণ পাবে** তা মানুষের নিজের পছন্দের উপর নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদিও মানুষের নিজের পছন্দ এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ কাজ করে থাকে।

২। ঈশ্বরের লোকদের প্রতি পরিত্রাণের মূলে ঈশ্বরের **পূর্ব-পরিকল্পিত অনন্ত-মন্ত্রণা** *(decree)* আছে। এই অনন্ত-মন্ত্রণা অনুসারে ঈশ্বর মানুষের উৎকর্ষতা বা যোগ্যতা দেখে নয়, কিন্তু কেবল তাঁর উত্তম ইচ্ছানুসারে অনন্ত জীবনের জন্য তাঁর লোকদের মনোনীত করেছেন।

৩। যদিও সুসমাচার শ্রবণকারী সকলে খ্রীস্টকে এবং তাঁর পরিত্রাণকে গ্রহণের জন্য আহ্বান পেয়ে থাকেন ও আন্তরিকভাবে আহূত হয়ে থাকেন; কিন্তু পরিত্রাণের অনুগ্রহ কঠোর অর্থে সার্বজনীন নয়, তা খ্রীস্টেতে পিতা ঈশ্বরের দ্বারা **মনোনীত ব্যক্তিরাই কেবল** লাভ করে থাকেন।

৪। অর্থাৎ, ঈশ্বরের **পরিত্রাণের অনুগ্রহকে কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারে না** *(efficacious)* বা হারিয়ে ফেলতে পারে না *(unlosable)*। এই কথার **অর্থ এই নয়** যে, বিশ্বাসীরা নিজেদের শক্তি বা ক্ষমতার দ্বারা এই পরিত্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু **এর অর্থ**, ঈশ্বর তাঁর মনোনীতদের পরিত্রাণ হারাতে অনুমতি দেন না। অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা, প্রাথমিক ভাবে মানুষের দ্বারা ঈশ্বরকে ধরে থাকার দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা মানুষকে ধরে থাকার দ্বারা সাধিত হয়।

৫। ঈশ্বরের লোকদের প্রতি পরিত্রাণের প্রয়োগে (সঙ্কীর্ণ অর্থে নতুন জন্ম ব্যতীত), যদিও মানুষের ইচ্ছা বা কাজ অন্তর্ভুক্ত; তবুও পরিত্রাণের এই প্রয়োগ প্রাথমিক ভাবে পবিত্র আত্মারই কাজ।

এই সমস্ত নির্দিষ্ট বিষয়কে সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্বে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। পরিত্রাণের প্রয়োগে যদিও ঈশ্বরের অনুগ্রহের সার্বভৌমত্বকে এইভাবে জোর দেওয়া হয়, তবুও এই পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় মানুষের দায়িত্বশীলতাকে সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্ব কখনও উপেক্ষা করে না।

মনুষ্য-তত্ত্ব শিক্ষালাভের সময় আমরা এই বিষয়ে **"সৃষ্ট ব্যক্তি হিসাবে মানুষ"** অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, মানুষ এক দিকে সৃষ্ট বিষয় হিসাবে সার্বভৌম ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল;আবার অন্যদিকে, সে একজন ব্যক্তি হিসাবে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সক্ষম। এইভাবে একদিকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা ও অন্যদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপেক্ষিক স্বাধীনতা মানুষের জীবনে প্রধান রহস্য। পরিত্রাণ প্রক্রিয়াও এই বিষয়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে: যদিও আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের নতুন জন্ম **ঈশ্বরই দিয়ে থাকেন**, তথাপি পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসের অনুশীলনে, পবিত্রীকরণে, এবং পরীক্ষাসিদ্ধতায় **প্রত্যেক বিশ্বাসীর বিশেষ দায়িত্ব** আছে।

যেহেতু প্রত্যেক মানুষ তার প্রকৃতি অনুসারে পাপে মৃত, ঈশ্বরের দ্বারাই কেবল তারা জীবিত হয়ে থাকে। তাই সঙ্কীর্ণ অর্থে, নতুন জন্ম সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাজ। কিন্তু পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঈশ্বর ও বিশ্বাসী উভয়েই জড়িত। এই অর্থে, আমরা পরিত্রাণকে ঈশ্বরের কাজ ও মানুষের দায়িত্ব হিসাবে ধরতে পারি। কখনও কখনও অনুতাপ, বিশ্বাস, পবিত্রীকরণ, পরীক্ষাসিদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়কে বিশ্বাসীর সহযোগিতায় ঈশ্বরের কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর ও বিশ্বাসী ভাগ করে তাদের অংশ সাধন করে। পরিবর্তে, ঈশ্বর কাজ করেন, আমরাও কাজ করি। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের পবিত্রীকরণ যদিও ১০০ ভাগ ঈশ্বরের কাজ, আবার ১০০ ভাগ আমাদের কাজও বটে। ফিলিপীয় ২:১২-১৩ পদে, পৌল খুব সুন্দরভাবে আমাদের পরিত্রাণের কাজকে ঈশ্বর ও মানুষ, উভয়ের কাজ হিসাবে প্রকাশ করেছেন, ***"অতএব, হে প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য উভয়ের সাধনকারী।"***

আপতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে মনে হলেও সত্য

(The Concept of Paradox)

উপরের ব্যাখ্যানুসারে, পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরই আমাদের সম্পূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ করেন, আবার আমরা এই পরিত্রাণ কাজ সম্পন্ন করে থাকি (ফিলি ২:১২-১৩)। আপাতদৃষ্টিতে, এই দুটি বিষয় পরস্পর-বিরোধী হলেও, বাস্তবে তা সত্য এবং ঈশ্বরের বাক্য এ বিষয় সত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

একদিকে যখন হিতোপদেশ ২১:১, ইফিষীয় ১:১১, রোমীয় ৯:২১ পদে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যদিকে, যোহন ৩:৩৬, মথি ১৬:২৭, প্রকাশিত বাক্য ২২:১২ পদে মানুষের দায়িত্বশীলতাকে উপেক্ষা করা হয়নি।

আবার, লূক ২২:২২ ও প্রেরিত ২:২৩ পদে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও মানুষের দায়িত্বশীলতাকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, আমাদের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহ এবং মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ উভয় বিষয়কেই স্বীকার করব। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং আমরা তাঁর সৃষ্টি, তাই ঈশ্বরই প্রাধান্য পেয়ে থাকেন, তাই মানুষের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহই চরম বিষয়।

পারস্পরিক সম্পর্ক

(Inter-relations)

ঈশতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে পরিত্রাণতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকলে পরিত্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।

১। ঈশ্বরতত্ত্ব *(Doctrine of God)*

ঈশ্বর সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা বা শিক্ষা থাকলে পরিত্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। কেবল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে জোর দিলে *Computer* যেভাবে *Robot*-কে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের পরিত্রাণও ঠিক সেই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মনে হবে। আবার মানুষের দায়িত্বশীলতাকে কেবল জোর দিলে, মানুষের সিদ্ধান্তের উপর ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন। অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা হয়েও সৃষ্ট বস্তুর উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবেন এবং তাদের সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। উপরের এই দুই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ বাইবেল বহির্ভূত।

২। মনুষ্যতত্ত্ব *(Doctrine of Man)*

মানুষ সম্পর্কে সঠিক ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক) পেলাজিয়াসের *(Pelagius)* শিক্ষানুসারে মানুষকে যদি জন্মের সময় আদম-হবার ন্যায় নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক হিসাবে ধরা হয়, তাহলে পরিত্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

খ) আধা-পেলাজিয়াসবাদের *(Semi-Pelagianism)* মতো মানুষকে যদি আংশিক পাপে পতিত হিসাবে ধরা হয়, অর্থাৎ পাপের দ্বারা অসুস্থ কিন্তু পাপের দ্বারা মৃত নয়, এমন কথা বলা হয়, তাহলে তা-ও পরিত্রাণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে পারে না।

গ) সংস্কারপন্থী *(Reformed)* শিক্ষানুসারে মানুষকে সম্পূর্ণ পাপে পতিত বা মৃত হিসাবে গ্রহণের দ্বারাই, কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা নতুনজন্ম বা অনন্ত জীবন লাভ করার শিক্ষা বাইবেল ভিত্তিক পরিত্রাণতত্ত্বের সঠিক শিক্ষা।

৩। খ্রীস্টতত্ত্ব *(Doctrine of Christ)*

খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব এবং কাজ সম্বন্ধে সঠিক ধারণার দ্বারাই সঠিক পরিত্রাণতত্ত্বে উপনীত হওয়া সম্ভব। আমরা যখন খ্রীস্টের সম্পূর্ণ ঈশ্বর-প্রকৃতি স্বীকার করি (ঈশ্বর থেকে কোনও অংশে তিনি কম নন) এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনুষ্য-প্রকৃতিকে স্বীকার করি (যীশু মনুষ্য-প্রকৃতির অধিকারী না হলে, ঈশ্বরের বিচারানুসারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব), তখনই সঠিক পরিত্রাণতত্ত্বে উপনীত হওয়া সম্ভব। আবার, খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত কাজের দ্বারা পাপীরা যেমন ধার্মিকগণিত হয়;ঠিক তেমনই তাঁর ক্রমশ মধ্যস্থতাকারীর কাজের দ্বারা বিশ্বাসীরা পরীক্ষাসিদ্ধতাও লাভ করে থাকে।